সংবাদ

তারিখ ... 16 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

খাদিজার স্মৃতিশক্তি স্বাভাবিক হচ্ছে

হামলাকারী বদরুলের বিরুদ্ধে চার্জশিট গ্রহণ

অভিযোগ গঠন ২৯ নভেম্বর

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সিলেট সরকারি মহিলা কলেজের ছাত্রী খাদিজা আক্তার নার্গিস ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন। খাদিজার কথা ও স্মৃতিশক্তি সবকিছুই স্বাভাবিক হচ্ছে। হামলার পর থেকে অবশ থাকা বাম হাত ও বাম পা সচল হলে পুরোদমে স্বাভাবিক হতে আরও চিকিৎসার প্রয়োজন। এজন্য আর এক সপ্তাহ পরেই তাকে সাভারের সেন্টার ফর দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অফ দ্য প্যারালাইজড (সিআরপি)-এ স্থানান্তর করা হবে। সেখানে চিকিৎসায় তাঁর হাত-পা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হবে বলে আশা করছেন চিকিৎসকরা।

এ বিষয়ে গতকাল খাদিজার বাবা মাসুক মিয়া জানান, ২৪ নভেম্বর থেকে সিআরপিতে নিয়ে চিকিৎসা দেয়া হবে খাদিজাকে। খাদিজার বর্তমান অবস্থা আগের চেয়ে ৮০ ভাগ ভালো বলে জানান তিনি। মাসুক মিয়া বলেন, স্কয়ার হাসপাতালে দ্বিতীয়বার মাথায় অস্ত্রোপচারের পর থেকে দ্রুত উন্নতি হচ্ছে তার। এখন স্বাভাবিকভাবেই কথা বলছে। হাসপাতালের বেড থেকে উঠতে না পারলেও গতকাল হাঁটতে চেয়েছিলেন খাদিজা। দুপুরে কি খাবেন কি খাবেন না এ নিয়ে সুস্থ-স্বাভাবিকভাবেই কথা বলেছেন তিনি। খাদিজার চিকিৎসার ব্যয় সম্পর্কে মাসুক মিয়া জানান, কয়েকদিন আগে খাদিজাকে দেখতে যান স্বাস্থ্য ও পরিবার মন্ত্রণালয়ের সচিব সিরাজুল ইসলাম। তিনি জানিয়েছেন খাদিজার চিকিৎসার সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করবে সরকার। চিকিৎসকরা জানান, আগের চেয়ে অনেক সুস্থ খাদিজা আক্তার। এখন কথা বলতে পারছে। আরও কিছুদিন হামলাকারী : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

হামলাকারী : বদরুলের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গেলে খাদিজা সুস্থ হয়ে উঠবে। এরপর তাকে হাসপাতাল থেকে ছাড় দেয়া হবে।

এদিকে আমাদের সিলেট প্রতিনিধি জানান, খাদিজার ওপর হামলাকারী বহিষ্কৃত শাবি ছাত্রলীগ নেতা বদরুল আলমের বিরুদ্ধে চার্জশিট আমলে নিয়েছেন আদালত। গতকাল দুপুরে সিলেটের অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতের বিচারক সরাবন তহুরা পুলিশের দাখিল করা চার্জশিট শুনানি শেষে গ্রহণ করেন। একই সঙ্গে তিনি আগামী ২৯ নভেম্বর চার্জগঠনের তারিখ নির্ধারণ করেছেন। গত ৮ নভেম্বর সিলেটের শাহপরান থানার সাব ইন্সপেক্টর হারুন-অর রশীদ কলেজছাত্রী খাদিজার ওপর হামলার ঘটনায় আদালতে চার্জশিট দাখিল করেছিলেন। চার্জশিটে একমাত্র আসামি করা হয়েছে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত অর্থনীতি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী বদরুল আলমকে। দাখিল করা চার্জশিটে পুলিশ জানিয়েছে, খাদিজাকে বার বার প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছিল বদরুল আলম। কিন্তু খাদিজা তার প্রেম প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। আর এতে ক্ষিপ্ত হয়েই এমসি কলেজের ক্যাম্পাসে পরীক্ষার হল থেকে বের হওয়ার পথে খাদিজাকে নির্মমভাবে কুপিয়ে আহত করে বদরুল। চার্জশিটে পুলিশ ৩৬ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করেছে। গতকাল দুপুরে সিলেটের আদালতে চার্জশিটের ওপর প্রথম শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে কড়া নিরাপত্তায় বদরুলকে নিয়ে আসা হয় সিলেটের আদালত প্রাঙ্গণে। বদরুলকে আদালতে হাজির করার পর চার্জশিটের ওপর শুনানি হয়। মামলার বাদী খাদিজার চাচা আবদুল কুদ্দুস আদালতে চার্জশিটের কোন বিরোধিতা করেননি। আদালত চার্জশিট আমলে নিয়ে আগামী ২৯ নভেম্বর চার্জগঠনের শুনানির জন্য দিন ধার্য করেন। এরপর বদরুলকে কড়া নিরাপত্তায় আদালত থেকে সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। আইনজীবীরা জানিয়েছেন, বদরুলকে আদালতে তোলার পর সে কোন কথা বলেনি। শুনানির পরপরই তাকে আদালত থেকে কোর্ট হাজতে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে, মামলার শুনানি শেষে বেরিয়ে এসে বাদী পক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট একেএম শিবলী জানিয়েছেন, আদালত চার্জশিট আমলে নিয়েছেন। পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ করেছেন। এ সময় মামলার বাদী খাদিজার চাচা আবদুল কুদ্দুস জানিয়েছেন, চার্জশিটে আমি সন্তুষ্ট। এখন অপেক্ষা কেবল ন্যায়বিচারের। মামলাটির দ্রুততম সময়ে বিচারকাজ শেষ হলে আর কেউ বদরুলের মতো হামলা চালানোর সাহস পাবে না। সিলেট সরকারি মহিলা কলেজের ডিগ্রি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ও আউশা গ্রামের মাসুক মিয়ার ছেলে খাদিজা আক্তার নার্গিস গত ৩ অক্টোবর এমসি কলেজে পরীক্ষা দিতে গিয়েছিল। ওই দিন সে এমসির ক্যাম্পাসে পাষণ্ড বদরুলের হামলার শিকার হয়। এ ঘটনায় খাদিজার চাচা বাদী হয়েছে সিলেটের শাহপরান থানায় হত্যাচেষ্টা মামলা দায়ের করেছিলেন। হামলার ঘটনায় গুরুতর আহত খাদিজা আক্তার নার্গিস ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।